দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রামে তিন কারণে বাড়ছে না উচ্চ শিক্ষার পরিধি

পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যয় ও মানের ব্যবধান বাড়ছে

॥ সারোয়ার সুমন, চট্টগ্রাম অফিস ॥

সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকার পরও চট্টগ্রামে তিন কারণে অবারিত হচ্ছে না উচ্চ শিক্ষার দ্বার। প্রতিবছর রেকর্ড পরিমাণ জিপিএ-৫ নিয়ে শিক্ষার্থীরা পাস করলেও উচ্চ শিক্ষা নিতে গিয়েই হোঁচট খেতে হচ্ছে তাদের। এমন প্রতিবন্ধকতার কারণে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে পাস করে গত বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে ২১ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থীর! কারণ প্রতিষ্ঠার ৪৩ বছর পরও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন মাত্র ৩ হাজার ৩০০ শিক্ষার্থী! নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বাড়েনি ভালোমানের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও। গত ১৬ বছরে বাণিজ্যিক নগরীতে বেসরকারী ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলেও তাতে ভর্তির সুযোগ মিলছে মাত্র ৩ হাজার ১০০ শিক্ষার্থীর। তাই এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত বাড়ছে তত বেশি দীর্ঘ হচ্ছে হতাশাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। উচ্চ শিক্ষার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার স্বার্থে হলেও সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে বলে মনে করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অব এমেরিটাস ও খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ড. জামাল নজরুল ইসলাম বলেন, 'জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে সমানুপাতিক হারে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তৈরি না হলে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেমন বাড়বে তেমনি শিক্ষার নামে বাণিজ্যের প্রবণতাও বাড়বে।' তার মতে, প্রথমত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করতে হবে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে সার্বিকভাবে সরকারকে এগুতে হবে সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে। পাশাপাশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও পরিহার করতে হবে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার এবং প্রধানকার পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করলেও স্পষ্ট হবে উচ্চ শিক্ষার বর্তমান সংকট। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এক দশক আগের তুলনায় এখন এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে পাসের হার বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। ২০০৮ সালে এই বোর্ডের অধীনে ৪০ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে রেকর্ড ২৭ হাজার ৬৯৬ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। যার মধ্যে সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীই ছিল ১ হাজার ২৭০ জন। পাস ও ভালো ফলাফল উভয় দিক থেকে এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের এটি এ যাবৎকালের সেরা রেজাল্ট। কিন্তু এমন নজরকাড়া ফলাফলের পরও এদের মধ্যে ২১ হাজার শিক্ষার্থীই বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার (১৯শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রামে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছর মেয়াদী কোর্সের মোট খরচের তুলনামূলক চিত্র

খাতের নাম	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি/ কোর্স ফি	১০ থেকে ১২ হাজার টাকা	১ লাখ থেকে ৬ লাখ টাকা
বেতন/ সেমিস্টার ফি	৮০০ থেকে ১২০০ টাকা	৮০ হাজার থেকে সোয়া লাখ টাকা
অনুষদিক বিবিধ ফি	২ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা	১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা

পাবলিক ও প্রাইভেট

(২০ পৃঃ পর)

সুযোগ পাননি। কারণ পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে গত বছর সাকুল্যে ভর্তি হয়েছে ৬ হাজার ৪০০ শিক্ষার্থী। ৪ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সের প্রথমবর্ষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক ৮০০ শিক্ষার্থী, ৭০০ জন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইউএসটিসিতে ৩০০ শিক্ষার্থী, বিডিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০ জন, সাউথার্নে ৩০০ জন, ইন্টিগ্রেটেড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫০ জন, ইউজাইটিএসে ২০০ জন ও ইস্টকোস্টায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনুস ইত্তেফাককে বলেন, 'ধরা কথা সব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার একটি ভাবার কারণ নেই। তার মানে আবার এটা নয় যে, বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিবেচনায় গুণগতমানসম্পন্ন পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের তৈরি করে রাখতে হবে। চাইলে যে কেউ যাতে অনায়াসে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।'

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থী আছে প্রায় ১৭ হাজার। চারটি বিষয় নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়েনি সুযোগ-সুবিধা। তাই ৪৩ বছর পরও এখানে তৈরি হয়নি পূর্ণাঙ্গ আবাসন সুবিধা। চাহিদা অনুযায়ী বাড়েনি আসন সংখ্যাও। তাই গতবারও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আসনে ভর্তিযুদ্ধে নেমেছে ৫৮ জন শিক্ষার্থী। অবশ্য ভর্তির এমন কঠিন চিত্র দেখা যায়নি চট্টগ্রামের বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে এখানে অন্য এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে শিক্ষার্থীরা। আর সেটি হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত কোর্স ফি। একই কোর্সে এখানকার একেক বিশ্ববিদ্যালয় ফি নিচ্ছে একেকরকম। যেমন- ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্সিটি প্রায় ৬ লাখ টাকা নিলেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি ৩ লাখ ২৭ হাজার, ইউএসটিসিতে ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা আবার প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে তা ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা! আবার বিবিএ পড়তে চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীকে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা কোর্স ফি দিতে হলেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে গুনতে হচ্ছে ২ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। আবার ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্সিটিতে গেলে এ ফি বেড়ে হচ্ছে ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা!

এ ব্যাপারে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি ইত্তেফাককে বলেন, 'চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করায় কিছুটা সাশ্রয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য এমন সুবিধা দেয়া কিছুটা কঠিন ব্যাপার।' তবে অতিরিক্ত ফি আদায়ের ভিন্ন যুক্তি তুলে ধরে ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসের কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক এম. মুক্তাজামান বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠান দেশের সেরা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। মানগত দিক থেকেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ব্যতিক্রম। কারণ এখানে চাইলেই কেউ ভর্তি হয়ে যেতে পারে না, ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়।' তিনি অতিরিক্ত ফি প্রসঙ্গে আরো বলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে ফি মওকুফের সুযোগ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ফি মওকুফ করে থাকি আমরা। যেমন-এইচএসসিতে চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ ৪ দশমিক ৮ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা আছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

ফি নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও অনার্স কোর্সের বিষয় নির্ধারণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তাই তরুণ প্রজন্মের মেধাবীরাও ঝুঁকছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সনাতন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চালু আছে ফার্মেসী, এনএসবি, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক এন্ড টেলিকমুনিকেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো সময়োপযোগী বিষয়। উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার বিষয় আধুনিক হওয়ায় চাকরির বাজারেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর তুলনায় এগিয়ে থাকছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে চার বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে ৬ থেকে ৮ বছর লাগলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তা শেষ হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে। তাই একটু সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা ক্রমশঃ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়মুখী হচ্ছে। কিন্তু অতিরিক্ত ফি'র কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পিছু হটতে হচ্ছে এখন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের। আবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে